কালিদাসের উর্বশী ও রবীন্দ্রনাথের উর্বশী ঃ একতি তুলনামূলক আলোচনা

ড. শর্মিষ্ঠা নিয়োগী

অ্যাসিস্ট্যান্ত প্রফেসর, স্নাতোকত্তোর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেত

সেই প্রাচীনকাল থেকেই দেখা গেছে প্রায় সব কবিই বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্কেতাইপকে নানাভাবে নির্মাণ করেছেন এবং কালত্তয়ী ধ্রুপদী সাহিত্যিক মাত্রেই মিথ-পুরাণকে তার উপলব্ধি প্রকাশের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কেউ খুব সহত্তেই তা পেয়েছেন, কাউকে আবার অনেক খুঁতেতা পেতে হয়েছে এবং এই অনুসন্ধান মূলতঃ গ্রীক, রোমান, ত্তর্মান বা স্ক্যান্ডেনেভিয়ান মিথকে কেন্দ্র করে। তার কারণ এগুলি ইণ্ডো-ইওরোপীয় ভাষাসাহিত্যের প্রধানতম ধারা। পরে সেই ধারাতেই পাচ্ছি চীনা, ভারতীয়, ইত্তিপ্সিয়ান ও লাতিন আমেরিকান মিথকে।

প্রাচীন ইণ্ডো-ইওরোপীয় সাহিত্যের কয়েকতি আর্কেতাইপ পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের অবচেতনে থেকে গিয়েছিল, পরে কালিদাসের সাহিত্যে সেগুলির নবরূপায়ণ ঘতল। যেমন, ভারতীয় সাহিত্যে বিক্রমোর্বশীয় কাহিনী ঋকবেদের একতি সংবাদ সুক্তে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। শতপথব্রাহ্মণে এতির পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণে প্রাপ্ত কাহিনীতি এইরকম—একদিন ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালে ইন্দ্রের অতিথি রাত্ত পুরুরবার সৌণ্ডর্যে মুজ হয়ে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে উর্বশীর নৃত্যের তালভঙ্গ হয়, ইন্দ্রের অভিশাপে উর্বশী মর্ত্যে আগমন করেন। অভিশপ্তা উর্বশী শাপমুক্ত হয়ে অদৃশ্য হন। উর্বশীকে হারিয়ে পুরুরবা প্রথমে শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়েন পরে তাঁকে পুনরায় পাওয়ার ত্তন্য দেশ দেশান্তরে ঘুরতে থাকেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রের কাছে চারত্তন হংসীদেহধারী অপ্সরীর সঙ্গে স্নানরতা উর্বশীকে তিনি দেখতে পান। প্রথমে পুরুরবার অনুরোধে উর্বশী রাত্তী না হলেও পরে সাময়িক ভাবে রাতিহন এবং শেষে গন্ধর্বদের বরে তিনি চিরকালের মতো পুরুরবার সঙ্গী হলেন। তবে এই কাহিনী যে অনেক প্রাচীন তা বোঝা যায় যখন অন্যান্য ইণ্ডো-ইওরোপীয় দেশের শিল্পসাহিত্যে এর প্রতিফলন দেখি। যেমন, 'সোয়ান লেক' নামে রুশ ব্যালেতে এর দেখা পাই, ম্যাথু আর্নল্ডের 'দ্য ফরসেকন মারম্যান' কাব্যেও এর প্রতিচ্ছবি দেখি, আয়ারল্যান্ডের এওখেইড আর এতেইনের কাহিনী এবং কুখুলেইন্ আর তার রাত্তহংসী রূপ প্রেমিকার কাহিনীতেও এইরকম কল্পচিত্র পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে উর্বশীর হংসীরূপ পরিগ্রহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'তা আতয়ো ন তন্বঃ শুম্ভন্ত স্বাঃ'—তাদের শরীর হংসীর ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। শতপথব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'তঞ তা অপ্সরস আতয়ো ভূত্বা পরিপপ্লুবিরে'—সেখানে এই অপ্সরাগণ হংসীরূপে তলে ভাসছিল।—এর থেকে মনে হয় মূল ইণ্ডো-ইওরোপীয় কাহিনীতে উর্বশী হংসীরূপ ধারণ করে হ্রদে বিহার করছিলেন—এরকম প্রসঙ্গ ছিল।

'বিক্রমোর্বশীয়' নাতকে কালিদাস অন্যরকমভাবে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। এই নাতকে দেখি কেশী দৈত্য উর্বশীকে হরণ করলে পুরুরবা তার কবল থেকে উর্বশীকে উঞার করেন এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। স্বর্গে অভিনয় কালে ভুলক্রমে পুরুরবার নামোল্লেখ করার শাপগ্রস্তা হয়ে উর্বশী মর্ত্যে পুরুরবার স্ত্রী হন। পুত্রমুখ দর্শনের পর উর্বশীর শাপমোচন হয়। পরে নারদের বরে উর্বশী ও পুরুরবার মিলন চিরস্থায়ী হয়। এইভাবে প্রচলিত মিথকথাকে ভেঙে দিয়ে কালিদাস এখানে নতুন মিথ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে ও শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত উর্বশীর প্রসঙ্গতি তাঁর অবচেতনে ছিল বলেই মনে হয়। কারণ, 'বিক্রমোর্বশীয়' নাতকের চিত্রকল্পে তার কিছু ইঙ্গিত ধরা পড়ে। যেমন বিক্রমোর্বশীয় নাতকের প্রথম তিনতি অঙ্কে হংসের কোনো চিহ্নমাত্র নেই, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে অর্থাৎ বিরহের রূপায়ণের প্রবেশক থেকেই হংসীর চিত্রকল্প নানাভাবে আসছে। যথা—

১। 'সহচরী দুঃখালীঢ়ং সরোবরে স্নিজ ম্।
বাষ্পাববল্গিতনয়নং তাম্যতি হংসীযুগলকম্।।'
—সহচরীর দুঃখে কাতর অবস্থায় সরোবরে স্নিজ বাষ্পসত্তল নেত্রে হংসীযুগম ক্লিষ্ট হচ্ছে।

২। 'চিন্তাদূনমানসিকা সহচরীদর্শনলালসিকা।
বিকসতি কমলমনোহরে বিহরতি হংসী সরোবরে।।"
—চিন্তা ক্লিষ্ট মনে সহচরীকে দেখবার ইচ্ছে নিয়ে হংসী বিকশিত পদ্মে—রমনীয় সরোবরে বিচরণ করছে।

৩। 'প্রাপ্তসহচরীসঙ্গমঃ পুলকপ্রসাধিতাঙ্গেঃ।
স্বেচ্ছাপ্রাপ্তবিমানো বিহরতি হংসযুবা।।"
—সহচরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, আনণ্ডরোমাঞ্চিত দেহে হংসযুবা ইচ্ছানুক্রমে পাওয়া ব্যোমযানে বিহার করছে।

দেখা যাচ্ছে, ইণ্ডো-ইউরোপীয় কাহিনীর মুল ভাবতিকে কবি কালিদাস তাঁর নাতকের কাহিনীর মধ্যে স্থান না দিলেও চিত্রকল্পে সেতিকে উপস্থাপিত করেছেন। ঋগ্বেদ ও শতপথব্রাহ্মণের কাহিনী থেকে তিনি এতি পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে মিথকে তিনি যেমন সচেতনভাবে ভেঙেছেন, তেমনই খুব সচেতন ভাবেই আর্কোতাইপ বা প্রত্নপ্রতিমার নবরূপায়ণ ঘতিয়েছেন।

এবার আসা যাক রবীন্দ্ররচনায় 'উর্বশী'-র প্রসঙ্গে। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দে তলপথে বোতে করে শিলাইদহ যাওয়ার পথে ভোর চারতের সময় রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী' ('চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত) কবিতাতি লেখেন (দ্রঃ 'ছিন্ন পত্রাবলী', ২৩শে অগ্রহায়ন, ১৩০২)।

পুরাণে উর্বশীর তন্ম সম্পর্কে নানামত প্রচলিত। যথা—

(১) নারায়ণের উরুভেদ করে বহির্গত হন তাই তাঁর নাম উর্বশী।
(২) সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্র থেকে উত্থিত অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশী অন্যতম।
(৩) উর্বশী সাততন মনুর সৃষ্টি।

'উর্বশী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় মততিকে গ্রহণ ক'রে লিখেছেন—'আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।' কিন্তু পরের পংক্তিতে যখন লিখলেন 'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভান্ড লয়ে বাম করে' তখনই তাঁর উর্বশী লক্ষ্মীরূপে প্রতিভাত হল। পরে ১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'বলাকা'র 'দুই নারী' কবিতায় লিখলেন 'কোনক্ষণে/সৃতনের সমুদ্রমন্থনে উঠেছিল দুই নারী / অতলের শয্যাতল ছাড়ি। / একতনা উর্বশী , সুণ্ডরী, / বিশ্বের কামনারাত্তে রানী, / স্বর্গের অপ্সরী। / অন্যতনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী, বিশ্বের তননী তাঁরে তনি, / স্বর্গের ঈশ্বরী—পুরাণের লক্ষ্মী এবং উর্বশী একই উৎস থেকে তত। উভয়েরই উদ্ভব সমুদ্রমন্থনে। রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্গের অপ্সরী' এবং 'স্বর্গের ঈশ্বরী'-কে অভেদ করেছেন—কারণ নারীর মোহিনী এবং কল্যাণী রূপ পরস্পর সম্পৃক্ত এবং নারীর প্রেমে এই দুই রূপেরই স্থান আছে। সেতন্যই রবীন্দ্রকল্পিত নারীর লক্ষ্মীমূর্তিতে এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সুষ্ঠ সমন্বয় দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বণ্ড্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মনে রাখতে হবে উর্বশীকে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রানী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃত পান সভার সখী। ..... সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।..... অন্তত পৌরাণিক কল্পনায় সেই উর্বশী একদিন সত্য ছিল।....কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার উর্বশী! আত তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে....উর্বশীকে মনে করে যে সৌণ্ড্যর্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হ'ত, হয়ত তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উঁচুসুর লাগত' ('চিত্রা' ১৩৪৯, গ্রন্থ পরিচয়)।

উর্বশীর প্রসঙ্গে লক্ষ্মীর পুরাণ প্রতিমা আরোপণের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ গ্রীক পুরাণের কিছু প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। যেমন—'তরঙ্গিত মহাসিন্ধুর মন্ত্রশান্ত ভুতঙ্গের মত / পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত / করি অবনত'—এক্ষেত্রে একদিকে যেমন সমুদ্রমন্থনের ইঙ্গিত আছে তেমনই গ্রীকদেবতা আফ্রোদিতি, যিনি তন্মেছিলেন সমুদ্রের ভাসমান ফেনা থেকে যিনি বসন্তের দেবী, প্রতনের ও ভালোবাসার দেবী—তাঁর ছবিতিও অবধারিতভাবে মনে তেগে ওঠে।

লক্ষণীয় এ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত প্রথমে 'আদিম বসন্ত প্রাতে' এবং পরে 'কুণ্ডশুভ্র নগ্নকান্তি' শব্দগুলি যথেষ্ট ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে উঠেছে। এছাড়া পরের অনুচ্ছেদে যখন বলা হয়েছে 'মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সঙ্গীতে / অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে / কার অঙ্কতিতে'—এই চিত্রকল্পে যে 'মুকুলিকা বালিকা'তিকে প্রবাল পালঙ্কে শুয়ে সমুদ্রের কল্লোল সংগীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে দেখি সে বালক রবীন্দ্রনাথের পঠিত অ্যান্ডারসনের 'দ্য লিতল্ মারমেড্'—এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এরপরেই আবার দেখি ভারতীয় পুরাণের প্রসঙ্গ! 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল'—এই পংক্তিতে পদ্মপুরাণে বর্ণিত উর্বশী কর্তৃক বিষুত্তর ধ্যানভঙ্গের কাহিনী ও পরে ইন্দ্রের উর্বশীকে গ্রহনের ঘতনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শেষে আবার ফিরে আসা উর্বশী পুরুরবার প্রসঙ্গে—"তাই আতিধরাতলে বসন্তের আনণ্ড উচ্ছ্বাসে / কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে"—এই পংক্তিতে প্রচ্ছন্ন থাকে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাতকের চতুর্থ অঙ্কে হংসপদিকার গান শুনে পুরুরবার বিরহকাতর অবস্থার নতুন ছবি যা চিরন্তন প্রেমকথাকে স্মরণ করায়। আসলে, "Sweetest songs are always saddest"। এভাবেই ভারতীয় পুরাণ, গ্রীক পুরাণ এবং রূপকথার অনুষঙ্গের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের উর্বশী প্রতিমা। মিথকে তিনি যতনা ভেঙেছেন তার থেকেও অনেক বেশি নতুন করে গড়েছেন।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

প্রাচীন ভারত সমাত ও সাহিত্য—সুকুমারী ভট্টাচার্য্য, আনণ্ড পাবলিশার্স লিমিতেড, কলকাতা, মাঘ, ১৩৯৬।
চিত্রা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯
পৌরাণিক অভিধান—সুধীর চন্দ্র সরকার, এম.সি.সরকার এ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৯২।